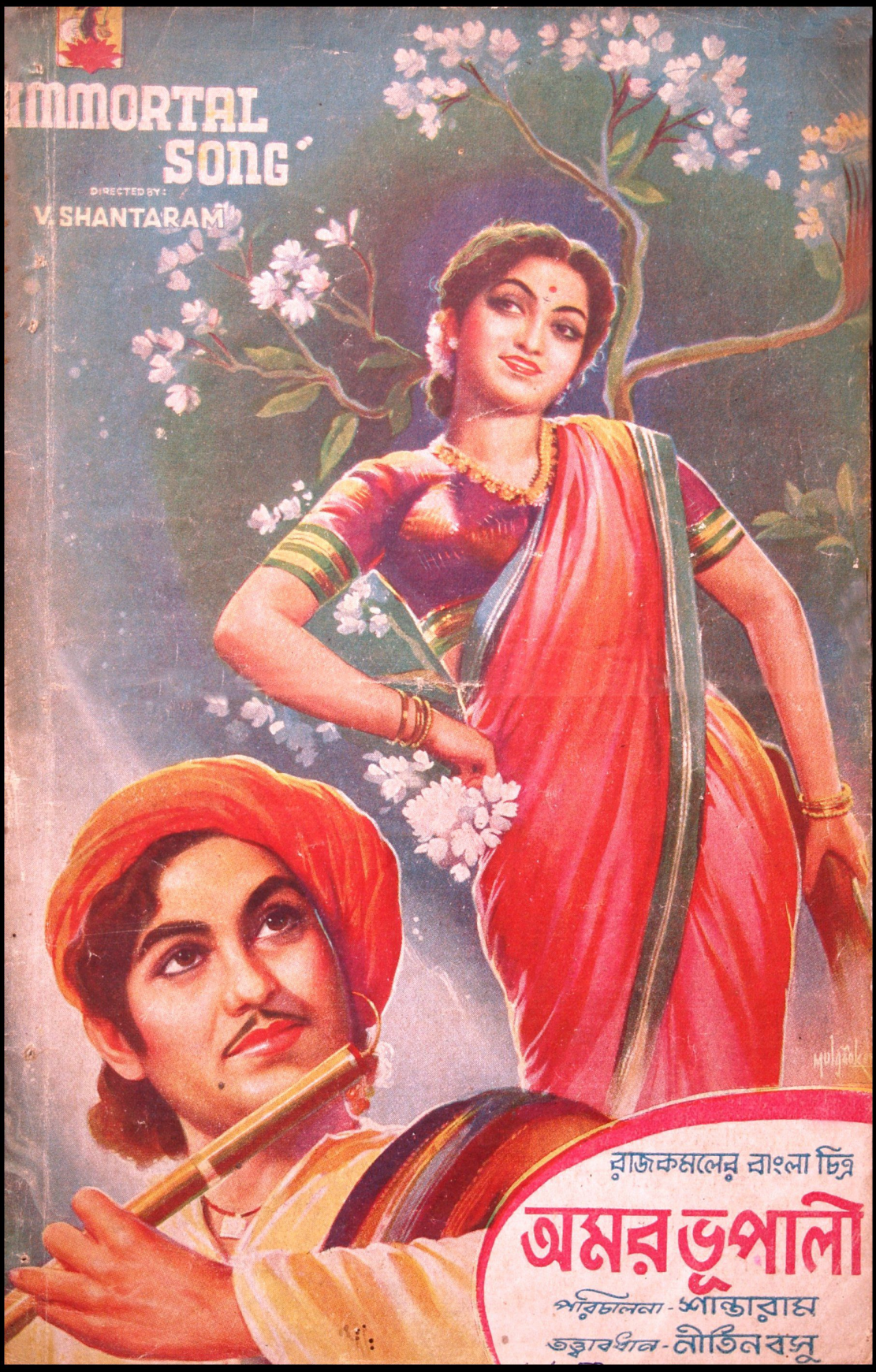
IMMORTAL
SONG
DIRECTED BY:
V. SHANTARAM
রাজকমলের বাংলা চিত্র
অমর ভূপালী
পরিচালনা - শান্তারাম
অভিনয় - নীতিন বসু

অমর ভূপালী

সারাংশ

সার্থক কাব্য অমর হয়ে থাকে, কিন্তু অনেক সময় কবিকে সকলে ভুলে যায়। "ঘনশ্যাম সুন্দর"—এই ভূপালীটি আজও মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে গীত হয়। এই অমর ভূপালীটির রচয়িতা কবি হোনাজীর জীবন কাহিনীই এ-ছবির আখ্যান বস্তু।

প্রায় দেড়শ বছর আগের কথা—অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত মহারাষ্ট্রে শান্তি ফিরে এল। রণক্লান্ত মারাঠাজাতি ডুবে গেল আমোদ-প্রমোদ ও ভোগবিলাসে—এমন কী তাদের পেশ্‌ওয়া দ্বিতীয় বাজিরাও পর্য্যন্ত। কাজেই রাজধানী পুণার শাসন কার্য্যে দেখা দিল শৃঙ্খলার অভাব আর শুরু হ'ল গৃহ বিবাদ। এই সুযোগে পেশ্‌ওয়া দ্বিতীয় বাজিরাওর অধীনস্ত সুবেদার পেশ্‌ওয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল। আর সুচতুর ইংরেজরাও স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই গৃহবিবাদে যোগ দিল।

সে সময়ে মহারাষ্ট্রে শুধু অরাজকতা ও গৃহবিবাদই শুরু হয়নি, মারাঠাদের নৈতিক অধঃপতনও শুরু হয়েছিল, আমোদ-প্রমোদ ও ভোগবিলাসে আসক্ত হওয়ার জন্য। কারণ তখন আমোদ-প্রমোদ বলতে বোঝাত অতি নিম্নস্তরের এক রকম নাচগান—যাকে বলা হ'ত "তামাশা"। যারা এই রকম নাচগান ক'রে সবাইকে আনন্দ যোগাত, তাদের বলা হত "তামাশাদার"।

"তামাশার" বন্যায় সমস্ত মহারাষ্ট্র যখন ডুবে ছিল, তখন হোনা নামে সামান্য এক রাখাল ছেলে তার বংশগত প্রতিভাবলে ভগবদ্গীতি রচনায় মগ্ন ছিল। অথচ এই হোনার কাকা বালা-বহিরুই একজন নাম করা "তামাশাদার" ছিলেন। তামাশার দূষিত প্রভাব থেকে আজীবন দূরে রাখার জন্য, হোনার মা হোনাকে নিয়ে পুণার কাছে সাসবড়ে নামে এক গ্রামে চলে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আবার তাদের পুণায় ফিরে গিয়ে কাকার কাছে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানে গিয়ে হোনা যখন আত্মবিস্মৃত হয়ে ভগবদ্গীতি রচনায় মগ্ন ছিল, তখন হোনার জীবনে এল একটি মেয়ে, বালা-কারনজকর নামে তার এক "তামাশাদার" গ্রাম্য বালা বন্ধুর দৌলতে। তারপর.....? ? ?.....

গান

(১)

হোনাজী ও সমবেত—

কোথা মুকুন্দ কেহ না কহিল,
রাসলীলা করেনা বন মালীগো
সখে তাই আমি বিরহ বিহারী
ফাগুন গেল হে গিরিধারী
আজু কোথা হায় সে রহিল।
গোপী গায় নিতি হে ব্রজভূষণ হে,
বিরহ তুয়া লাগি হিয়া না সহে
ভাবভরে বনিতা গোকুলে ঐ
কহে কান্দি নন্দের নন্দন কৈ
প্রেমানলে আজু সুখ চিতে
ভনে হোনাজীরাও
দেহ যে দহিল॥

(২)

হোনাজী ও গুণবতী—

মরি মরি ওরে মনোমোহন হাসিয়া গুণীজন শুনিবে
ডেকোনা বেণুস্বরে
সরমে ভরিল মন কহিবে ওরা দুঁহু পিরিতি ঐ করে।
অভিসার উজল সজনী কিয়ে মোহিনী মরি আজ
পুলক বাজে মনে
মোরে দিলেনা ধরা সুদূর ওগো শুধু রহ যে স্বপনে।
তব প্রীত লাবণী মধুর সজনী গো ব্যাকুল করে যে মন
নয়ন ধারে ঝরে।
কিয়ে রূপ রজত চাঁদিনী ওগো সজনী শুনলো
তুমিময় এ হিয়া ভরে—
রঙ্গ জানোনা তুমি আনমনা চাহ নবীন নাগরে
তব ধ্যান সদা অন্তরে কিবা রূপ মরি
বঁধুগো মধু মোহণীয়া সুরে,
একান্তে রহিয়া হোথা একা শুনিছ বাজে বাঁশী ঐ দূরে
মোর প্রাণে চমক জাগালে কিবা রঙ ঢেলে রঙ্গিণী
স্নিগ্ধ মোহ ভরে॥

অজু—আজ। তুয়া—তোমার। ভনে—কহে। কিয়ে—কিবা। লাবণী—লাবণ্য

হোনাজী ও গুণবতী—

তুয়া পিরিতে দুঃখ সদা দিওনা মোরে,
বঁধুয়া যাই সাধ নাই ওগো রেখনা ধরে।
জাগে সন্দেহা মন তুয়া অজানা
বঁধুয়া কি জানি কাঁহে পরাণ না মানে মানা।
কিয়ে বেদন পাই আজু মর্ম্মে সদা
আওল ঝঞ্ঝা কি গো প্রাণ ভরি বাঁধিতে ডোরে।
সখি প্রাণ পায় দীপ পতঙ্গেরে দহি
নহে আগুন দেল প্রাণ দীপকেরে সহি।
একি ক্রন্দন অবহেলা আজু মর্ম্মে বহি
নওল ফাগুন রহে না গো হায় ভুবন ভরে॥

(৪)

গুণবতী—

লট পট লট পট তুয়া চলনলো মৃদু ছন্দা গো
বলন লো মঞ্জুল মন্দা গো
নারী গো, নারী গো, আহা নারী গো।
কান্তি নব রূপ জিনি কিয়ে চন্দ্রালী সদা গরবী
কেশভারে শ্বেত করবী
কিয়ে ঠাম সুকুমার নরম গাল দোল-দোলনি
শুনত মুরলিক কল-লোলনী
আকুল মন ঝলকত রস বদন-চন্দা গো
ফুল-অভরণ অঙ্গে রাস-রস-রঙ্গে নাচত ললনা
ললিতা শৃঙ্গার স্মিত বয়না
কিঙ্কিণী রিণিঝিনি বঙ্কোরাজ বাজে ছন্দে
চললি চঞ্চল মৃগনয়না
তুয়া রূপ মুগ্ধ দশদিশ ভেল নিরদন্দা গো॥

সন্দেহা—সংশয়। তুয়া—তোমার। কাঁহে—কেন। কিয়ে—কিবা। আজু—আজ। আওল—আসিল। দেল—দিল। নওল—নতুন। জিনি—জয় করিয়া। চন্দ্রালী—চন্দ্রিমা ঠাম—ভঙ্গিমা। দোল দোলানি—দোলনের লীলা। শুনত—শুনিতেছে। মুরলিক—মুরলির কল-লোলনী—কলধ্বনি। ঝলকিত—ঝলসিছে। বদন-চন্দাগো—মুখচন্দ্র। অভরণ—আভরণ নাচত—নাচিতেছে। বঙ্কোরাজ—মল (পায়ের অলঙ্কার)। চললি—চলিতেছে। ভেল—হইল নিরদন্দা গো—বাধাশূন্য।

(৫)

হোনাজী ও সমবেত—

হোনা—সুন্দরী ভনে চিতহরা রাজ-সঙ্গী গো তুহারি দিঠি শোভা
চিত লোভা।
নারী—হায় মুই অবলা ললনা তুলি মুখ চাহরে
তুঁহু সুখ পাওরে
প্রাণহরা প্রিয় সখা রাজ হে তুঁহু কথি যাওরে।
সৈন্য—মরমে পাওল কী হায় রস রঙ্গ লালিমা ছিঃ
আরে সখারে সরমে রাঙ্গিল তুয়া গাল।
নারী—ওগো বধু শুন যাউ হে ঘরে একা
ছাড় বাঠ শ্যামসুন্দর হে মুকুন্দ গোপীরঞ্জন—
হোনা—হোয় হোনাজী বালা তব সখা।
গায়ক—গরজে মেহ ঝরত ধারা রাত্র সখা অন্ধারী
ভিজল তুয়া সাথী একাকি আজু বরনারী॥

(৬)

হোনাজী ও সমবেত—

তু চাঁদ উজোর কাঁতিয়া কিশোরী মরি কিবা
রাঙ্গা মুখে বিভা
রহ গানে মাতি।
তোয় গুণীজন চাওত সাথী।
নারী তুয়া মধুরিম হাস
রাঙ্গা কপোল পুলকিত ভাষ।
ধনী যুবতী তু চন্দ্রকলা যেমতি
শোভিত রঙ্গে তুয়া রস মুরতি।
চঞ্চল বাজে কোটিবন্ধ মনোমাঝে দন্দ্ব
বিচলিত অঙ্গ ধরু নব ভাতি।
আঁখি সচকিত বরষে লাজ
ফুলরঙ্গী তোহার লো সাজ।
বনে জনুহে হরষে তরু দোলয়ে
রাস রসময় মন কলয়িত মলয়ে।
ভনে হোনাজী বালা সুখে সদা জাগয়ে
দশদিশা তুয়া গুণক হে খেয়াতি॥

ভনে—কহে। তুহারি—তোমার। দিঠি—দৃষ্টি। চিত লোভা—মনোমুগ্ধকর। মুই—আমি কথি—কোথায়। পাওল—পাইল। যাউ—যাই। বাঠ—পথ। হোয়—হয়। মেহ—মেঘ ঝরত—ঝরিতেছে। রাত্র-অন্ধারী—অন্ধকার রাত্রি। ভিজিল—সিক্ত হইল। আজু—আজ।

তু—তুমি। উজোর—উজ্জ্বল। কাঁতিয়া—কান্তিময়ী। তোয়—তোমাকে। চাওত—চাহে। মধুরিম—মধুর। হাস—হাসি। ভাষ—ভাষণ। যেমতি—যেন। ধরু—ধারণ করে ফুলরঙ্গী—ফুলময়। জনু হে—যেন গো। কলয়িত—কল্লোলপূর্ণ। জাগয়ে—মুখরিত হয়। গুণক—গুণাবলির। খেয়াতি—খ্যাতি।

(৭)

হোনাজী—

রূপ তুয়া মরি আহা গৌর বরনারী রঙ্গময়ী যুবতী
ঠাম শোহন ভাতি কিবাচলনে চপল জনু ভুজগ শ্রীমতি।
অধর পুটে বত্রিশ হীরা-কণা তুঁহু ধনী কিবা রসবতী
মধু সঙ্গ নট রস রঙ্গ আনন্দে নাচত বালা উমতি।
মঞ্জুল বোল শ্রবণে কোকিলা কুঞ্জে পাওল মনে সরম অতি
গতি ভঙ্গে সুকুমার মঞ্জীর ধ্বনি কয়ল কি শপথি॥

(৮)

গুণবতী—

বঁধুয়া কাঁহ দূরদেশে যাও বঁধুয়া
ঝুর ঝুর কয়লো মঝু চিত,
হায় কিবা তুঁহারি রীত।
উমত চিত্ত বচনে তুমহারি আঁখি আজু
ভরু শাওন মেহে
বঁধুয়া না জাগে রঙ্গে হে চিত নেহে'
ভঙ্গী নিছনি সুমরি হরখরে
মঝু চিতে অনল বরখে
বঁধুয়া প্রাণে প্রেমাশ্রু কি ভরবি থেহে।

(৯)

গুণবতী—

সুখে মাতে চিত হরষে হাসে নয়ন
মধু অভিলাষে জাগয়ে পুলকে
প্রেমক ভাতিতে শয়ন।
আনন্দে অমরা গঢ়ব পরাণে
করব স্বপন বয়ন।
হোনাজী বচন হোয় বিরহ পতন
প্রীতিক রতন চয়ন।

তুয়া—তোমার। ঠামশোহনভাতি—শোভন ভঙ্গিমাময় কান্তি। বত্রিশ হীরাকণা—বত্রিশ হীরা খণ্ডের মত দন্ত। উমতি—উন্মত্তা হইয়া। বোল—ধ্বনি। কয়ল—করিল। শপথি—শপথ।

কাঁহ—কেন। ঝুর ঝুর কয়লো—কেমন কেমন করিল। মঝু—আমার। তুহারি—তোমার রীত—রীতি। উমত—উন্মত্ত। তুমহারি—তোমারই। আজু—আজ। ভরু—ভরিল শাওন—শ্রাবণ। মেহে—মেঘে। নেহে—প্রেমে। নিছনি—লাবণ্য। সুমরি—ভুলিয়া হরখ—হর্ষ। বরখে—বর্ষণ করে। ভরবি—ভরিব। থেহে—ধৈর্য্যে।

জাগয়ে—জাগিতেছে। প্রেমক—প্রেমের। অমরা—অমৃতলোক। গঢ়ব—গড়িব করব—করিব। প্রীতিক—প্রীতির।

(১০)

হোনাজী-গুণবতী ও সমবেত—

ঘনশ্যাম সুন্দর শ্রীধর অরুণ অয়ি জালা
উঠো ত্বরা করি বনমালী উঠো শেজ তেজি বনমালী
উদয়াচল তীর্থ আলা।
আনন্দকন্দ প্রভাত ভেলী উঠো পোহালো রাতি
ভরি-নেল ক্ষীরপাত্র গোপিনী ধেনু শুভ্রা কাঁতি,
গন্ধে মাতি নহুলী ফুলে অলি ধায় নিরালা।
সায়ংকালে নিজ নীড়ে দ্বিজ কূল আওল ক্লান্ত
অরুণোদয় লগনে গগনে পুণ ভেল পান্থ।
প্রভাত বেলি গোপিনী চললি তীর্থপথ লক্ষ্যে
আঙিনা কেলী সমার্জ্জণ গোপী কুম্ভ রওল কক্ষে
যমুনা সিনানে চলু মুকুন্দ দুগ্ধ তৃষা বক্ষে।
কোটি রবি তুল তেজ অতুল তুহারি মুখ কালা
হোনাজীরাও নিত্য ধেয়ায়ে হৃদয়ে নাম-মালা॥

শেজ তেজি—শয্যা ত্যাগ করিয়া। আলা—আলোকিত। আনন্দকন্দ—শ্রীকৃষ্ণ ভেলী—হইল। নেল—নিল। শুভ্রা কাঁতি—শুভ্রকান্তিময়ী। নহুলী—নূতন। আওল—আসিল। দ্বিজকূল—পাখীরা। ভেল—হইল। বেলি—কালে। চললি—চলিতেছে সিনানে—স্নানের জন্য। কেলি—করিল। সমার্জ্জন—ঝাঁট দিয়া পরিস্কার। রওল—আছে তুল—তুল্য। কালা—কৃষ্ণ। ধেয়ায়ে—ধ্যান করে।

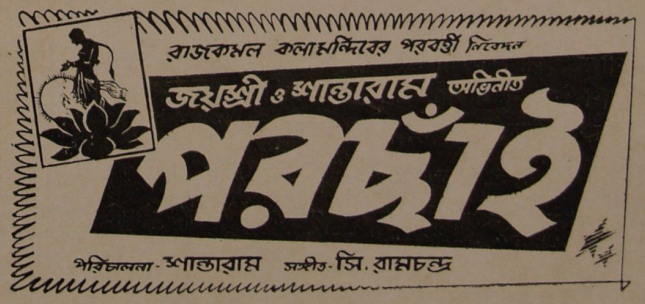

Anushilan Press
Calcutta-13

রাজকমল কলামন্দিরের

অমর ভূপালী

প্রযোজনা ও পরিচালনা—**ভী, শান্তারাম**

কল্পনা ও কথা	চিন্তামণ মারাঠে
সংলাপ	কমল মজুমদার
কাহিনী ও চিত্রনাট্য	বিশ্রাম বেডেকর
চিত্ররূপ	প্রভাত কুমার
গীত রচনা	গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠ সঙ্গীত	লতা মঙ্গেশকর ও প্রবোধ দে (মান্না)
সঙ্গীত পরিচালনা	বসন্ত দেশাই
চিত্র গ্রহণ	বালকৃষ্ণ
শব্দ লেখন	পরমার ও মঙ্গেশ দেশাই
কারুশিল্প	কালে
পরিস্ফুটন	সিরোডকর
রূপসজ্জা ও প্রসাধন	বরদম্
স্থিরচিত্র	কীর্ত্তিবান
পটশিল্প	গোবিন্দ

প্রধান যন্ত্রী—টাটা

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায়	প্রভাত কুমার
চিত্র গ্রহণে	ত্যাগরাজ
সম্পাদনায়	চিন্তামণি, বি. রায়, শঙ্কর

শিল্পিগণ

সন্ধ্যা, পণ্ডিত, ললিতা, নীলিমা, গৌতম, মণি, সীতা, সত্যেন, বেলা, সমর, গোলাপ, শৈলেন, নীহারিকা, জীবন, অণিমা, জয়, উষা, বিকাশ, উমা, শ্যামাপদ, বকুল, দিলীপ, সুধাংশু, চন্দ্র, নিমু, জর্জ্জ, ট্রক্‌শ, ইত্যাদি।

তত্ত্বাবধান—**নীতিন বসু**

রাজকমল কলামন্দির কর্ত্তৃক গৃহীত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

পরিবেশক ঃ—মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

গ্রামোফোন রেকর্ড—হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস্

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আখ্যানবস্তু প্রাচীন, তাই যথাসম্ভব প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করা হ'য়েছে—বিশেষ ক'রে গানে।